দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৪

25

বিআইটি ও বুয়েটের শিক্ষানীতি

বিআইটি ঢাকা–এর বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিকভাবে বাছাই পর্বে যে মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা হয়েছে প্রথমে ডিভিশন ও পরে মার্কস–এর ভিত্তিতে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রেফার্ড প্রাপ্তরা পাস করার পর এমনকি ৭৪% নম্বর পেয়েও বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ হয়নি। অথচ অনেকে ৬৫·৫% নম্বর পেয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেয়েছে।

একই দেশে দু'ধরনের অনিয়ম যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। যেখানে বিআইটিগুলোতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রেফার্ড বা সাপ্লিমেন্টারী পাওয়ার পর ক্লাস বা ডিভিশনে কোন প্রভাব পড়ে না সেখানে পলিটেকনিকে প্রকৌশল ডিপ্লোমা পরীক্ষায় কেন এর প্রভাব পড়বে? অথচ কয়েক বছর পূর্বেও এ নিয়ম ছিল না। কোন ছাত্রের আপনজনের মৃত্যু বা দুর্ঘটনার কারণে হয়তো একটি পরীক্ষা সে দিতে পারল না, পরে রেফার্ড পরীক্ষা দিয়ে ৮০% মার্কস পেলেও অর্জিত ডিভিশন থেকে সে বঞ্চিত হবে—এ কেমন নিয়ম? কোন দুর্ঘটনার কারণে একটি বিষয়ের জন্য বাকি বিষয়গুলোর অর্জিত ডিভিশন থেকে কেউ বঞ্চিত হবে এটা ভাবতেও অবাক লাগে। একজন ছাত্রের মার্কস তার সারা বছরের অধ্যবসায়ের ফল। এক বিষয়ে রেফার্ড পাওয়ার কারণে ডিভিশনে এর প্রভাব পড়ার ফলে একজন মেধাবী ছাত্র উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে ব্যর্থ হবে এ নিয়ম স্বভাবতই তাকে চরম হতাশার দিকে ঠেলে দেবে।

এবার আসা যাক, বুয়েট ও বিআইটি–এর মার্কস পদ্ধতির আলোচনায়। এখানেও বিরাট বৈষম্য। বিআইটিতে গ্রেড পদ্ধতি এবং বুয়েটে মার্কস পদ্ধতি চালু আছে। উদাহরণ স্বরূপ বিআইটিতে একজন ছাত্র তিনটি বিষয়ে যথাক্রমে (৫৯%=C+, ৫৮%=C+, ৬৯%=B, ৬৭%+B, ৬৮%=B, ৭৮%=B+) গড়ে ৬৬·৫% মার্কস পেয়েও দ্বিতীয় শ্রেণী। পক্ষান্তরে বুয়েট ৫৫%, ৫৭% ৬০% ৪৮%, ৫৮%, ৮২%=গড়ে ৬০% মার্কস পেয়ে প্রথম শ্রেণী। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস পদ্ধতি প্রচলিত অথচ বিআইটিগুলোতে প্রচলিত আছে শুধু গ্রেডিং পদ্ধতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিআইটির বর্তমান গ্রেড, প্রচলিত গ্রেড ও বুয়েটের গ্রেডিং পদ্ধতির মধ্যে এক অনাকাংক্ষিত বৈষম্য বিরাজ করছে। অথচ দু'টি প্রতিষ্ঠান থেকে একই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী নেয়ার পরও ফলাফলের এই বৈষম্য যেখানে আমাদের দেশে চাকরির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফলাফল শ্রেণী বা বিভাগকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে সেখানে এ রকম বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি কোন ছাত্রের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' প্রবাদটির অবমূল্যায়ন হোক এটা কোন সচেতন মানুষের কাম্য হতে পারে না।

দেশে শিক্ষা আছে, নীতি আছে, কর্তৃপক্ষ আছেন। কিন্তু অভাব রয়েছে শিক্ষার মূলনীতি বা সুষ্ঠুনীতির। এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক নীতির অবসান ঘটিয়ে সুষ্ঠু ও সমতামূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

জলিল
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
২০৫/ডঃ কুদরত–ই–হুদা হল
বিআইটি ঢাকা, গাজীপুর–১৭০০।